১৬৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

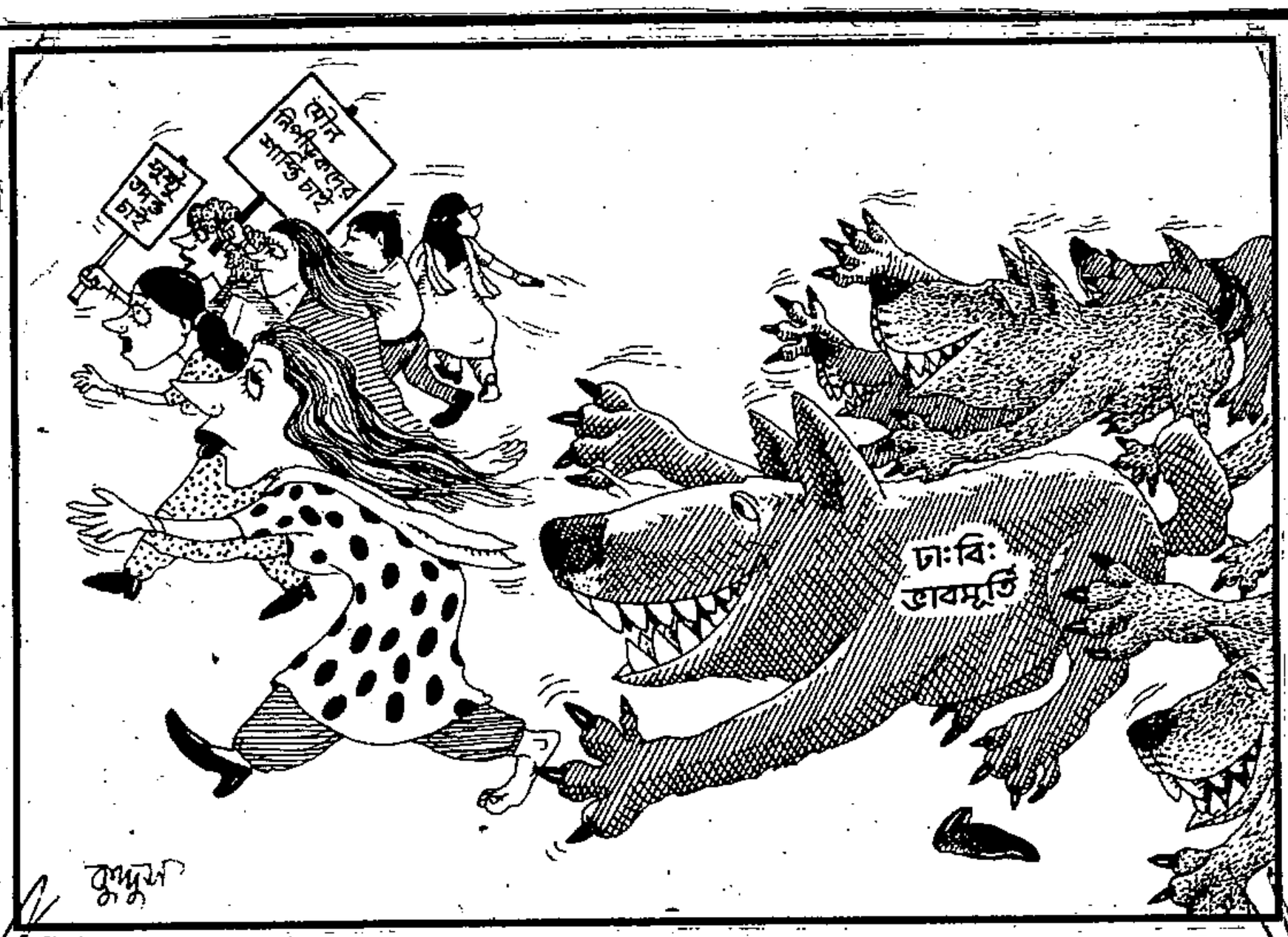

ঢাঃ বিঃ অভিযুক্ত শিক্ষকের পক্ষে মিছিল, নেতৃত্বে ছাত্রলীগ

প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের উপর ফের হামলা

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে সন্ত্রাসীরা গতকালও কয়েক দফা হামলা চালিয়েছে।

এ হামলার প্রতিবাদে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল বের করলে তাদের উপরও হামলা চালানো হয়। এ হামলার ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। গতকালের হামলায় ৬/৭ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়। আহতদের মধ্যে পাপড়ি, কবিতা চাকমা, মারুফ ও মৌমিতার নাম জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে যৌন নিপীড়নবিরোধীরা রোকেয়া হলের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তারা লাইব্রেরির সামনে দিয়ে মধুর ক্যান্টিনের কাছে গেলে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত শহীদুজ্জামানের বিভাগের (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) ছাত্রছাত্রীরা একটি মিছিল বের করে। এ মিছিলের নেতৃত্বে ছিল ছাত্রলীগ এস এম হল শাখার সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম। মিছিল থেকে তারা যৌন নিপীড়ন-বিরোধীদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। হামলাকারীদের সাথে ছাত্রলীগের অনেক পরিচিতমুখ দেখা গেছে। যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা শুরু হলে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলসহ তারা মধুর ক্যান্টিনের সামনে এলে তাদের মিছিলের উপরও হামলা চালানো হয়।

ছাত্রছাত্রীরা যখন মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীরা তাদেরকে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানায়। অপরদিকে বিভিন্ন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা হামলাকারীরা গালাগাল করে ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

সমগ্র ঘটনায় পুলিশ বিচিত্র ভূমিকা পালন করে।

ঘটনার পর যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা পুলিশ পাহারায় বিকেল ৩টায় টিএসসির ৩য় তলায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সময় তারা হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং এ ঘটনায় ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করে। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে, তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। একই সাথে তারা আজ হামলা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

হামলা ঃ শিক্ষার্থীদের উপর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মঙ্গলবার আহূত সংহতি সমাবেশে সকলের সমর্থন কামনা করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে সুলতানা রহমান পুতুল। উপস্থিত ছিল রূপা, বহ্নি, শ্যামলী, রুবেল, রকিব, লিমা, মুন্নি, রাইমা প্রমুখ।

বিভাগীয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনায় এবং তার বিচারের দাবিতে আন্দোলনকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষা করা হচ্ছে- এ অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ গতকাল একটি মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলসহ তারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন এস এম হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম, খায়রুল বাসার তরফদার, খন্দকার লুৎফুল খালেদ বাবু, ওবায়দুল আশরাফ, এ্যানি, সুমন, রিজভী, প্রিন্স, সেলিম। সমাবেশে তারা এনজিও, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বহিরাগতদের হস্তক্ষেপের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

হামলার পর ঘটনার নিন্দায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, শরিফুজ্জামান শরিফ, গীতা অধিকারী। তারা ঘোষণা করেন পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ভিসি অফিস ঘেরাও করা হবে।

কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য হামলার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, দীপংকর সাহা দীপু, সাইফুর রহমান তপন, মহসিন সরকার, রহমান মিজান। তারা আগামী ৬ই জানুয়ারির মধ্যে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী লাঞ্ছনার সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের শাস্তির দাবি জানান।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন গতকাল বিকেল ৪টায় টিএসসির ৩য় তলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের মিছিলে হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করেছে। তারা ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার ঘটনায় সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন জুনায়েদ আলী, উজ্জ্বল বালো, তাসলিমা আখতার লিমা প্রমুখ।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বাসদ) সভাপতি ইমাম গাজ্জালী ও সাধারণ সম্পাদক রহমান মিজান গতকাল এক বিবৃতিতে ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা, প্রতিবাদ এবং হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের উদ্যোগে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন নূরুল ইসলাম, সাইফুর রহমান তপন, মমতাজুর রহমান ইলু।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী, সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার দেয়া যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরি-বেশকে নস্যাৎ করার জন্য কতিপয় কুচক্রী মহল পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

অনুরূপ এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কে এম আজিম উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে তারা ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকাল ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

তারা ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নকারী